প্রথম আলো

তারিখ ... 27 OCT 2002
পৃষ্ঠা — ১ কলাম — ৬

নগরীতে দিনের বেলা সন্ত্রাসীর গুলিতে স্কুলশিক্ষক নিহত

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের?

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ধানমন্ডির ভূতের গলিতে গতকাল শনিবার সকালে সন্ত্রাসীদের গুলিতে স্বপন কুমার গোস্বামী (৩৮) নামে একজন স্কুলশিক্ষক খুন হয়েছেন। তিনি ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের সহকারী শিক্ষক এবং সপ্তম শ্রেণী 'খ' শাখার শ্রেণীশিক্ষক।

এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে ল্যাবরেটরি স্কুল প্রাঙ্গণে শিক্ষক ও অভিভাবকরা সমাবেশ করেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-অভিভাবকরা বিক্ষোভ মিছিলও বের করেন।

নিহত স্বপন গোস্বামী

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকাল ৯টার দিকে স্বপন গোস্বামী ভূতের গলির ৭১ নম্বর নর্থ সড়কের বাসা থেকে বেরিয়ে স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দেন। তিনি কিছুদূর গিয়ে একই গলির ২ নম্বর নর্থ সড়কের 'সিকদার' স্টোরে সিগারেট কিনতে যান। এ সময় পায়ে হেঁটে আসা দুই সশস্ত্র যুবক তাকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে দৌড়ে পাশের গলি দিয়ে পালিয়ে যায়। পেটে ও মাথায় গুলি লেগে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রিন রোডের সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি মারা যান। পরে ধানমন্ডি থানা পুলিশ তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

স্কুল শিক্ষক খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলেজ মর্গে পাঠায়।

সিকদার স্টোরের সেলসম্যান মঞ্জু জানান, সাতটি বেনসন সিগারেট একটি প্যাকেটে ঢুকিয়ে হাতে দেওয়া মাত্রই দুই যুবক স্বপন স্যারকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

স্বপন গোস্বামীর খালাতো ভাই রিংকু জানান, মাস ছয়েক আগে স্বপন গোস্বামী তার চাঁদপুরের কল্যাণদিতে পৈতৃক সম্পত্তির প্রায় এক বিঘা স্থানীয় কামাল নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে তার নামে দলিল লিখে দেন। কিন্তু ওই সময় কামাল স্বপনকে টাকা পরিশোধ করেননি। পাওনা টাকা চাইতে গেলে তা পরিশোধ না করে কামাল টালবাহানা শুরু করে দেয় এবং বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে থাকে।

রিংকু জানান, গত দুর্গাপূজার সময় স্বপন গোস্বামীর একমাত্র সন্তান সাড়ে তিন বছর বয়সী অর্ণবকে নিয়ে তার স্ত্রী শিমলা গোস্বামী তার শ্বশুরবাড়ি ফেনীতে বেড়াতে গেছেন। গত বৃহস্পতিবার তিন যুবক প্রাইভেট পড়ার নাম করে স্বপনের ভূতের গলির বাসায় আসে। তাদের আচরণ সন্দেহজনক ছিল। রিংকুর মতে, কামাল সন্ত্রাসীদের দিয়ে পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

স্বপন গোস্বামীর পিতা মৃত গোবিন্দ গোস্বামী। তিনি মা-বাবার একমাত্র পুত্রসন্তান।

ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক প্রথম আলোকে বলেছেন, ঘাতকরা খুব কাছ থেকে গুলি করে স্বপনকে হত্যা করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

গতকাল দুপুর ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে স্বপন গোস্বামীর লাশ ধানমন্ডি ল্যাবরেটরি স্কুল প্রাঙ্গণে আনা হলে ছাত্র-অভিভাবক, রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি স্কুল থেকে ছুটে আসা শিক্ষকসহ শত শত লোক প্রিয় শিক্ষককে এক নজর দেখার জন্য তার কফিনের পাশে ভিড় জমান। এ সময় অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এরপর ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে স্কুল প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেন। এ সময় এক প্লাটুন পুলিশ স্কুল প্রাঙ্গণে অবস্থান নেয়। শিক্ষক ও অভিভাবকরা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে বলেন, অন্যথায় নিরাপত্তার অভাবে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।

ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রশিদউদ্দিন জাহিদ প্রথম আলোকে স্বপনের শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন, সদালাপি, শান্ত ও সৎ স্বভাবের অধিকারী স্বপনের সঙ্গে কোনো সহকর্মীর বিরোধ ছিল না। আদর্শবান শিক্ষক হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। বর্তমানে স্কুল ছুটি থাকলেও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের টেস্ট পরীক্ষা চলছে। গতকাল স্বপনের পরীক্ষায় ডিউটি ছিল।

এদিকে খবর পেয়ে বিকেল ৩টার দিকে স্বপনের স্ত্রী, সন্তান ও স্বজনরা স্কুল প্রাঙ্গণে এলে এক বেদনাবিধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ সময় স্বপনের স্ত্রী শিমলা গোস্বামী বারবার মূর্ছা যান।

বিকেল পৌনে ৪টার দিকে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে পুলিশের পিকআপে লাশ বারডেমের মরচুয়ারিতে নিয়ে রাখা হয়। এ সময় ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র ও অভিভাবকরা লাশ বহনকারী গাড়ির পেছনে মিছিল করে বারডেমে যান। আজ রোববার ফেনীতে লাশের সৎকার করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বিবৃতি দিয়েছে। ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জানিয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আবেদন করেছেন।

নিহতের খালাতো ভাই অরুণ চক্রবর্তী বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। রাতে সন্দেহভাজন চারজনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন সামসুল আলম, মঞ্জু, আহসান আলী ও মনিরুল ইসলাম।